Ef¢Øqax
¢hQ¡l f¢a Se¡h আফজাল হোসেন আহমেদ
Hhw
বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

ফৌজদারী Bf£m ew 4251/2003

®j¡x cm¡m ®nM
--- c¢äa-Bf£mL¡l£
he¡j
l¡øÊ
---------- রেসপনডেন্ট

Se¡h¡ Su¡ i–¡Q¡kÑ এ্যাডভোকেট
-------------- Bf£mL¡l£ f®rz

Se¡h¡ আCe¡u¡l¡ n¡qS¡q¡e, ®Xf¢V HÉ¡V¢Z জেনারেল সঙ্গে
Se¡h p¡jp-Ec-®c¡q¡ a¡mLc¡l, pqL¡l£ HÉ¡V¢Z ®জনারেল।
---------------- রেসপনডেন্ট পক্ষে।

öe¡e£x ৮, ১১ ও ১৩ ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ইং

l¡u fÐc¡ex ১৪ ও ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ ইং

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

Cq¡ e¡l£ J ¢nö ¢ek¡ae cje BCe 2000 Hl 28 d¡l¡l ¢hd¡e Aek¡u£ দন্ডাদেশ ও সাজার বিরুদ্ধে একটি আ f£mz

c¢äa-Bf£mL¡l£ ®j¡x cm¡m ®nM e¡l£ ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, বাগেরহাট, (flha£তে শুধুমাত্র ট্রাইব্যুনাল হিসাবে অভিহিত হইবে) LaL e¡l£ J ¢nö j¡jm¡ ew-146/2001, k¡q¡l ¢S,Bl ew-182/2001, k¡q¡ ®j¡smN" b¡e¡l j¡jm¡ ew-7 a¡w 05/10/2001, d¡l¡ 10(1) e¡l£ J ¢nö ¢ek¡ae cje BCe 2000 (পরবর্তীতে শুধুমাত্র আইন হিসাবে অভিহিত হইবে) হইতে উদ্ভa, তাহাতে আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্তক্রমে ১৫/১০/২০০৩ তারিখে

10(cn) hvpl pnÐLilicä Hhw 10,000/- (cn qiSil) ViLi Abcä, ®k Ab Bf£mLil£l ÙihI-AÙihI pÇf¢š plip¢l ¢hœ²u L¢lui ®Smi jÉi¢জস্ট্রেট ও কালেকটর সংগ্রহ করিয়া ট্রাইব্যুনালে জমা দিবেন Hhw r¢aNËÙ j¢qmi lJnieili ®hNj Eš² Ab fÐi¡ qCবেন। উক্ত দন্ডাদেশ ও সাজার রায়ের বিরুদ্ধে দন্ডিত ®jix cmim ®nM অত্র আপীল দায়ের করেন। kiqi 08/03/২০০৪ ইং তারিখে শুনানীর জন্য N¢qapq VÊhÉনালের e¢b amh LIi qu Hhw Bf£m ¢eØf¢š ei qJui fk¿ Abcä Ù¢Na LIi qu। পরবর্তীতে আপীলকারী ১৮/০১/২০১১ ইং তারিখে প্রথমে ৬ (ছয়) মাসের জামি®e j¢J² পান এবং ১৪/০৭/২০১১ ইং তারিখে আরো ৯ (নয়) মাসের জন্য জামিন বর্ধিত হয় ।

Bf£m¢V ¢eØf¢šর স্বার্থে রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে:-

1ew pir£ Bx Rimij qiJmicil থানায় উপস্থিত হইয়া এই মর্মে লিখিত HSiqil করেন যে, ইং ২৯/০৯/২০০১ তাং রোজ শনিবার রাতের খাওয়া দাওয়া শেষে aiqil Ù£ lJne Bরা বেগম ও নাবালক ৩ (তিন) ছেলে-মেয়ে লইয়া তাহার একক hpa his£l f¢ÕQj পোতার চৌচালা টিনের ঘরে হারিকেন SÅালানো অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়ে। রাত অনুমান ২.০০ ঘটিকার সময় আসামী দুলাল শেখ তাহার বসত ঘরে কৌশলে প্রবেশ করে, ঘরের মধ্যে শব্দ শুনিয়া তাহার স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং হারিকেনের আলোতে আসামী দুলাল শেখকে দেখিতে পায়। তাহার স্ত্রী চিৎকার করার চেষ্টা করিলে আসামী দুলাল এর হাতে থাকা ছোরা বুকের উপর ®WLiCui Me LIil iu ®cMায় এবং বলে চিৎকার করিলে জীবন শেষ করিয়া ফেলিChz HC h¢mui Bpij£ cmim aiqil Ù£ lJne Bরাকে খাট হইতে টানিয়া নিচে নামাইয়া জড়াইয়া ধরে এক

পর্যায় উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয় এবং তাহার স্ত্রীকে আসামী দুলাল ধর্ষণের চেষ্টা করে তাহার অসৎ উদ্দেশ্যে ও যৌন মিলনে সফল না qJu¡u ¢r ç qCu¡ a¡q¡l Ù£ lJne A¡l¡l বাম পাশেl স্তনে এবং বাম কাধের উপর c¡a ¢cu¡ L¡js¡Cu¡ lš²¡š² জখম করে। তাহার হাতের ছোরা দিয়া মুখের বাম পাশে ও কপালে এবং মাথার পিছনেl বাম পাশে ৩(তিন) টি কোপ j¡¢lu¡ j¡l¡aL lš²¡š² L¡V¡ SMj করে, ®R¡l¡ দিয়া বাম কানে পোচ মারিয়া দুই ভাগ করিয়া ফেলে, ঘরে b¡L¡ কাঠের লাঠি দিয়া ¢fV¡Cu¡ nl£রের বিভিন্ন স্থানে ফুলা জখম করে এবং আসামী তাহার স্ত্রীকে খুন করার উদ্দেশ্যে বুকের উপর E¢Wu¡ f¡ ¢cu¡ f¡sাইতে থাকে ও তলপেটে পা দিয়া লাথি মারে ইহাতে তাহার স্ত্রী অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পSu¡ k¡u, আসামী মনে করে সে মারা গিয়াছে ফলে ঘরের দরজা খুলিয়া চলিয়া যায়। তাহার ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে তাহার মাকে বিছানায় না পাইয়া কান্নাকাটি করিলে শব্দ শুনিয়া তাহার পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী pাক্ষী ১নং আবু সাইদ, ২নং আঃ বারেক হাং, ৩নং আঃ কাদের হাং, ৪নং দেলোয়ার L¡S£, 5ew Bmj শেখ, ৬নং মোসাঃ আয়শা বেগম আরো অনেকে তাহার বাড়ীতে আসিয়া তাহার স্ত্রী রওশনারাকে অজ্ঞান ও রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের মধ্যে দেখিতে পায়। pাক্ষীগণ ট্রলার যোগে তাহার স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য মোড়লগঞ্জ সরকারী হাসপাতালে i¢a J ¢Q¢Lvp¡ Ll¡uz 0Ve¡l pju ¢তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি রামপাল b¡e¡ সদরে ব্যবসা করেন। পরের দিন ৩০/০৯/২০০১ ইং তারিখ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট দেওয়ার জন্য বাড়ীতে আসিলে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে জানিতে পারেন এবং সাথে সাথে মোড়লগঞ্জ হাসপাতালে আসিয়া স্ত্রীকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিতে পাe, পরে স্ত্রীর জ্ঞান ফিরিলে ¢a¢e J pাক্ষীগণ ঘটনা সম্পর্কে a¡q¡l স্ত্রীর নিকট হইতে জানিতে

পারেন। আসামী দুলাল HLSe cÔQ¢lœ,hý ¢hh¡¢qa J e¡l£ ®m¡i£ Hhw p¿¡p£ fÐ¢al ®m¡Lz a¡q¡l Ù£কে চিকিৎসা করাইয়া সুস্থ করিতে গিয়া X¡J²¡l£ pecfœ ¢eu¡ থানায় আসিয়া এজাহার দায়ের করিতে বিলম্ব হইয়াছেz

Aaxপর উক্ত লিখিত এজাহারের ভিত্তিতে মোড়লগঞ্জ থানা¡u আইনের ১০(১) d¡l¡l j¡jm¡ ew 7 a¡¢lM 05/10/2001 l¦S quz k¡q¡l ¢S, Bl ew-182/2001z Aaxfl ®j¡smN" b¡e¡l Hp,BC ®j¡x He¡jm qL Hl Efl তদন্তের c¡¢uaÅপড়িলে তিনি kb¡kb তদন্ত সাপেক্ষ ২২/১০/২০০১ ইং তারিখে অভিযোগপত্র দাখিল করেন, যাহার অভিযোগপত্র নং-24z avfl মামলাটি বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনালে hcm£ হইলে e¡l£ J ¢nö j¡jm¡ ew-১৪৬/২০০১ হিসাবে নিবন্ধিত qu Hhw VÊ¡Ehe¡m j¡jm¡¢V আমলে নিয়া আসামীর বিরুদ্ধে আইনের ১০(১) ধারায় অভিযোগ গঠন করিয়া ব্যাখ্যা¡pq পাঠ করিয়া শুনাইলে আসামী নিজকে নির্দোষ দাবী করিয়া বিচারের প্রার্থনা করেন।

তৎপর রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি প্রমাণের জন্য অভিযোগপত্রের ১১ জন সাক্ষীর মধ্যে 10 Se p¡r£l p¡ক্ষ্য পরীক্ষা করেন। অন্যদিকে আসামী পক্ষে কোন সাক্ষী পরীক্ষা Ll¡e e¡Cz l¡øÊপক্ষের p¡ক্ষীদের p¡rÉ¡¢c pj¡fe¡ন্তে আসামীকে ফৌজদারী L¡kÑ¡¢hd¡l 342 d¡l¡u Bh¡l fl£r¡ কালে তাহার বিl¦দ্ধে প্রদত্ত সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদির মর্ম ভালোভাবে উপস্থাপন করিয়া a¡q¡ f¡W L¢lu¡ hT¡e J öe¡ce¡ হইলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন Hhw p¡g¡C p¡ক্ষী দিবেন না এবং আর কিছু বলিবেন না বলিয়া জানান।

আসামী পক্ষের ডিফেন্স ®LCp, যাহা রাষ্ট্রপক্ষের pাক্ষীদের আসামীপক্ষের জেরা হইতে অনুমেয়, a¡q¡ qCm Bp¡j£ pÇfZ নির্দোষ, তিনি কথিত অভিযোগের সঙ্গে জড়িত নহে, আসামীর সঙ্গে অভিযোগL¡l¡দের জমাজমি নিয়া বিরোধ ও মামলা-মোকদ্দমা আছে যে কারণে শত্রুতার আক্রোশে এই মিথ্যা মামলা করিয়াছেন। তিনি eÉ¡u ¢hQ¡l fË¡bÑe¡ Lle।

পূর্বে বর্ণিত ঘটনা ও অবস্থার নিরীখে ট্রাইব্যুনাল এজাহার, অভিযোগপত্র, সাক্ষীদের Sh¡eh¾c-®SI¡, নথিতে সংরক্ষিত অন্যান্য তথ্য-Ef¡š, Ef¡c¡e J EfLlZ Hhw Eভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শ্রবণ, সার্বিক বিবেচনা ও মূল্যায়ন করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে আইনের ১০(1) d¡l¡l Afl¡d pwNঠনের সুস্পষ্ট অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণে সমর্থ হইয়াছেন মর্মে সন্তুষ্ট হইয়া Bp¡j£কে দোষী সাব্যস্তক্রমে Eš² ধারায় উল্লেখিত দন্ডাদেশ ও সাজাসহ অর্থদন্ড fËদান করিয়াছেন, যাহার বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

B f£m¢V öe¡e£কালে আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাবা জয়া ভ–¡Q¡kÑ নিবেদন করেন যে, আপীলকারী নির্দোষ। j¡jm¡ OVe¡u ভিকটিমের জখমের প্রকৃতি নির্দেশ করে মামলাটিতে cä¢h¢dl 326 d¡l¡l Ef¡c¡e J EfLlZ ¢hcÉj¡ez আইনের ১০(১) d¡l¡l ®L¡e Ef¡c¡e-EfLle e¡C বিধায় আইনের এই ধারায় বিচার হইতে পারে না। Cq¡ R¡s¡ j¡jm¡l 1ew p¡r£ HS¡q¡lL¡l£ J 2ew p¡r£ ¢iL¢Vj a¡q¡l-Ù£, 1, 3 J 6 ew p¡r£ সহোদর i¡C J 5 ew p¡r£ তাহাদের ¢fa¡, 7ew p¡r£ 1 ew p¡r£l ভাইয়ের স্ত্রী তাহারা সকলে পরস্পর আত্মীয় Hhw ®L¡e নিরপেক্ষ p¡r£ à¡l¡ L¢ba j¡jm¡l OVe¡ সমর্থিত হয় নাই। পক্ষদ্বয়ের মধ্যে S¢j Sj¡ ¢eu¡

j¡jm¡-মোকদ্দমা বিচারাধীন আছে,Eq¡র ফলশ্রুতিতে HC j¡jm¡l Evf¢šz Cq¡ R¡s¡ আরো নিবেদন করেন যে, OVe¡l a¡¢lM 30-09-2001 Cw কিন্তু এজাহার দায়ের qu 05-10-২০০১ ইং তারিখে এই বিলম্বের সন্তোষজনক ®L¡e hÉ¡MÉ¡ e¡Cz p¡r£l¡ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করেন নাইz ¢iL¢Vj নিজে বলেন তিনি ýn qe 02-10-২০০১ তারিCL| অন্যান্য সাক্ষীগণ বলেন তাহার জ্ঞান ফেরে 05-10-2001 তারিখে। ¢iL¢Vj Hhw AeÉ¡eÉ সাক্ষীদের সাr£l মdÉ যথেষ্ট অমিল রহিয়াছে, k¡q¡l ফলে j¡jm¡ fË¡ণে সন্দেহের ইঙ্গিত বহন করে, k¡q¡l p¤hd¡l fÐ¡L¡l B¢f£mL¡l£ পাইতে qLc¡l, AeÉb¡u eÉ¡u ¢hQ¡l hÉ¡হত হইবে।

সর্বোপরি তিনি নিবেদন করেন l¡øÊf¤r নিরপেক্ষ সাক্ষীর মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে j¡jm¡ fË¡Z করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন বিধায় দন্ডাদেশ রদ ও রহিত qCh¡l ®k¡NÉ Hhw আপীলটি মঞ্জুরের প্রার্থনা সহ B¢f£mL¡l£®L M¡m¡p ®cJu¡l নিবেদন করেন।

অন্যদিকে,রাষ্ট্রপক্ষে জনাবা আনোয়ারা শাহজাহান ডেপুটি এ্যাটর্ণি জেনারেল সঙ্গে Se¡h p¡jp-Ec-®c¡q¡ a¡mLc¡l, সহকারী এ্যাটর্ণী জেনারেল আপীলের শুনানীকালে জোরালো আপত্তি উথ্থাপন করে নিবেদন করেন ®k, Cq¡ HL¢V enwp Ap¡j¡¢SL OVe¡z এজাহারের বর্ণনা ও অন্যান্য সাক্ষীগণের মধ্যে সামান্য ®ho¡cnÉ ®cM¡ k¡u, HC ®hp¡cnÉ HaV¡C eNeÉ ®k a¡q¡ কোন অবস্থাতেই মূল ঘটনাকে ®L¡e ভাবেই fËi¡¢ha h¡ p¡j¡eÉaj ¢hQÉ¤¢a করে নাCz

বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্ণি জেনারেল আরো নিবেদন করেন যে, 1,2,3,5,6 J 7 ew p¡r£ flØfl Ba£u Cq¡ paÉ ¢L¿º a¡q¡l¡ AaÉ¿ বলিষ্ঠভাবে ঘটনা ab¡ এজাহারের

সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, k¡q¡ A¢hnÄ¡p LI¡l ¢h¢ÚcÆ j¡œ কারণ নাই। তবে ödÚ j¡œ Bañ£ua¡ থাকিলে তাহাদের সাক্ষী অবিশ্বাস করিবa হইবে তাহা আইনে বা উচ্চ আদালতেI সিদ্ধান্ত সমর্থন করে না। এ ক্ষেত্রে A Karim Vs. The State and another মোকাদ্দমার নজীরটি উল্লেখ করেন। k¡q¡ 1 BLD(AD) 200, fË¢a¢na, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "Relationship by itself cannot be a ground for rejecting testimony of a witness unless it is shown that the witness was based and restored to falsehood."

তিনি আরো নিবেদন করেন যে, ৪ ও ৮নং p¡r£ নিরপেক্ষ। 8ew p¡r£ Ù¡e£u চেয়ারম্যান। তিনি স্থানীয়ভাবে একজন MhC …I¦aÅf¨ZÑ hÉ¢š²aÅ তাহার সাক্ষী¢L পক্ষপাতমূলক বলিলে সঠিক হইবে না। 4 J 8 ew p¡r£ অন্যান্য সাক্ষীদের সঙ্গে 2 ew সাক্ষী ভিকটিমের ৫/১০/২০০১ ইং তারিখে হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার সময় ঘটনা বর্ণনা L¡®m তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং ঘটনার fZ¡‰ pjbÑনে তাহার¡ ট্রাইব্যুনালে p¡rÉ দিয়াছেন।

আমরা এখন নথিতে সংরক্ষিত সাক্ষ্যাদি, তথ্য-Ef¡š, Ef¡c¡e J EfLlZ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব তর্কিত দন্ডাদেশ ও সাজা উপস্থাপিত সাক্ষ্যাদিও তথ্য-Ef¡š Aek¡u£ eÉ¡u pwNa ¢Le¡? Hhw B f£mL¡l£ Bপীলের ®L¡e সুবিধা পাইতে পারেe ¢Le¡? ®pC Aek¡u£ Bjl¡ সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিব।

রাষ্ট্রপক্ষের ১নং সাক্ষী Se¡h, Bx R¡m¡j q¡Jm¡c¡l, ¢ke HS¡q¡lL¡l£ Hhw ভিকটিমের স্বামী, তিনি জবানবন্দীকালে বলেন যে, গত 30/09/2001 Cw aj¢lM শনিবার দিনগত রাত্র ২ টার সময় তাহার স্ত্রী রওশানারা বেগম ৩টি বাচ্চা নিয়ে বাড়ীতে ®Q±চালা টিনের ঘরের পশ্চিম পোতায় ঘুমিয়ে ছিল। ঐ সময় ঘরের মধ্যে শব্দ পেলে ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘরের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখা হারিকেনের আলো®a আসামী দুলালকে দেখতে পায়। স্ত্রী তখন চিৎকার করতে উদ্যত হলে দুলালের হাতে থাকা ছোরা স্ত্রীর বুকে ®WL¡u ধরে বলে যে চিৎকার দিলে S£hn শেষ করে দিবে। তখন দুলাল তাহার স্ত্রীকে খাট থেকে নামিয়ে জড়িয়ে ধরে এবং বুকের বাম স্তনে কামড়িয়ে, বাম গালের উপর আঘাত করে, কপালে আঘাত করে এবং বাম কানে পোচ দিয়ে দুভাগ করে ফেলে, মাথায় উপর ৩/৪টি কোপ মারে। clS¡l X¡p¡ ¢দেয়ে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে পিটাতে থাকে। পা দিয়া তলপেটে লাথি মারে, বুকের উপর লাথি মারে। স্ত্রীর বুকের হাড় ভেঙ্গে যায়। স্ত্রী এরপর অজ্ঞান হয়ে যাu। এরপর আসামী দুলাল মনে করে যে, স্ত্রী মারা গেছে তখন সে বের হয়ে যায় ঘর থেকে। তাহার বাচ্চারা তখন চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে থাকলে প্রতিবেশী আবু সাঈদ, তাহার Ù£ আয়েশা বেগম, দৌড়ে এসে স্ত্রীকে রক্তাক্ত, SMj, অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। স্ত্রীর গায়ে শাড়ী ব্লাউজ ®eCz তখন সাঈদ ও আয়েশা বেগম স্ত্রীকে খাটেl Eপর উঠিয়ে রাখেন। তাদের চিৎকারে আশপাশ থেকে থেকে লোকজন আসেন। লোকজন চিকিৎসার জন্য ®j¡smN” হাসপাতালে নিয়ে যায় ট্রলারে করে। সেখানে চিকিৎসা হয়ে আংশিক সুস্থ হলে উপস্থিত সাক্ষী, স্থানীয় চেয়ারম্যান, সদস্যদের সামনে তাহার স্ত্রী আসামী দুলালের নাম বলে। এরপর তিনি ডাক্তারী সার্টিফিকেট নিয়ে মামলা করেন। ঘটনার রাত্রে তিনি রামপালে

ছিলেন। তিনি সেখানে ব্যবসা করেন। পরের দিন বাড়ীতে দুপুর ২.০০ টায় এসে জানতে পারেন। এজাহার ও তাহার স্বাক্ষর প্রদশর্নী-1,1/1 eং হিসাবে চিহ্নিত করেন। দারোগা তদন্ত করেছে। আলামত জব্দ করেছেন পুলিশ।

জেরাকালে তিনি বলেন, নিজে ঘটনা দেখেন নাই। তিনি ১০ম শ্রেনী পর্যন্ত পড়েছেন। ঘটনার দিন শনিবার দিবাগত রাত ছিল। এজাহার টাইপকৃত। ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখে মামm¡ দাখিল করেছেন এবং ঐদিন টাইপ করেছেন। b¡e¡u Au¡lলেp অপারেটর মনির হোসেনকে দিয়ে কেস লিখিয়েছেন। সে সাক্ষী নেই। টাইপ করার সময় মনির হোসেন ছিল না। তিনি ও তাহার ভাই টাইপ করিয়েছিলেন। মনির হোসেন হাতে লিখেছিল। টাইপ যেখানে করেছেন তার থেকে ২/৩ রশি দূরে থানা। ঘটনা মনির হোসেনকে বলেছিলেন তিনি ও তাহার ভাই। টাইপ শেo Lরে সোজা থানায় এসেছেন। তাহার ২ ছেলে ১ মে®য়। বড় মেয়ের বয়স ৬ বছর রেশমা, মেজোটা ছেলে, তাহার নাম আল আমিন। তাহার বয়স সাড়ে ৩ বছর ও ছোট ছেলে মেহেদী q¡p¡ez hup 18 j¡p। বাচ্চারা খাটের উপর ঘুমায়। স্ত্রী ও বাচ্চাদের সাথে ঘুমায়। এই ঘরে আর কেউ থাকে না। তাহার চৌচালা টিনেl ঘরে দোতলা সিস্টেম বেড়া তকa¡lz উপরের পাটাতন তক্তা ও টিন। সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। তক্তা ও টিন সরিয়ে ঘরে ঢুকা যায়। স্ত্রী মোড়লগঞ্জ হাসপাতালে ছিল ২/৩ দিন। এরপর খুলনা ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ছিল। সব মিলিয়ে ১ মাসের উর্দ্ধে ছিল। ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালেl সার্টিফিকেট দাখিল করেছেন। সাক্ষীরা তাহার বাড়ী থেকে ২/৩ রশি দূরে থাকেন। লাগ পূর্বে বাগান ও পুকুর। পশ্চিমে বাড়ী নেই। উত্তরে ফাঁকা ও তারপর বাদশা কাজী ও Bma¡g L¡S£l h¡s£, তারা কেউ সাক্ষী নেই। দক্ষিণে চাচা আঃ গনির বাগান বাড়ী।

সেখানে কেউ থাকে না। তদন্ত কর্মকর্তা তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। তবে কবে ও কোথায় করেছে মনে নেই। তাহার কাছ থেকে আই,ও, কিছু নেয়নি। তবে তাহার ভাই ও পিতার কাছ থেকে আই,ও নিয়েছিলেন। তাহার স্ত্রী শাড়ী, ছায়া ও ব্লাউজ পরে। রাতে এসব পরে ঘুমায়। সে নামাজ পড়ে। আলামতের মধ্যে শাড়ী, ছায়া, ব্লাউজ নেই। তিনি ঘটনা শুনেছেন। সাক্ষীদের নিকট ও স্ত্রীর জ্ঞান ফিরে আসলে হাসপাতালে স্ত্রী বলেছে। সত্য নহে যে, দেং ৩৫৯/৮৪ নং মামলাl h¡c£ BCEh Bm£ Nw J ¢hh¡c£ HR¡lE¢Ÿe Sj¡Ÿ¡l Nw দের মধ্যে চলেছিল h¡ একই বিষয় নিয়ে সিভিল রিভিশন নং-৫৮১৫/২০০০ ও ৫৮১৬/২০০০ চলছে তাহাদের বিরুদ্ধে। আইউব আলী শিকদারের h¡s£ Bp¡j£ দুলালের বাড়ীর কাছে। এছাড়া আর কোন আইউব আলী শিকদারকে তিনি চেনেন না। সত্য নহে যে, তাহাদের মধ্যকার আভ্যন্তরীন শত্রুতার কারণে না দেখে না শুনে সাজান মোতাবেক মিথ্যা এজাহার টাইf করে দুলালের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছেন বা কথিত ঘটনার তারিখ, সময় ও বর্ণনা মোতাবেক কোন ঘটনা ঘটেনি।

<u>রাষ্ট্রপক্ষের ২নং সাক্ষী,</u> ¢iL¢Vj lওশন আরা বেগম নিজে, ¢a¢e জবানবন্দীকালে বলেন যে, ২৯/০৯/২০০1 ইং তারিখে দিবাগত রাত ২.০০ টার সময় তিনি বাড়ীতে ঘরে হারিকেন জ্বালিয়ে ৩টি সন্তান নিয়ে ঘুমায়ে ছিলেন। ডকে দাড়ানো আসামী দুলাল ঘরে প্রবেশ করলে শব্দ পেয়ে তাহার ঘুম ভেঙ্গে যায়। aMe ¢QvL¡l করার চেষ্টা করিলে আসামী cm¡ল তার হাতে থাকা ছোরা দিয়ে বুকে ঠেকায় খুন করার iu ®cM¡uz Hlfl Mাট থেকে টেনে নীচে নামিয়ে জড়িয়ে ধরে ইজ্জত নষ্ট করার জন্য dÙ¡d¢Ù করতে থাকে। তিনি বাধা দিতে থাকেন। দুলাল জোর করে তাহার শাড়ী খুলে ফেলে। গায়ে তাহার ব্লাউজ ছিল না। সে কিল ঘুষি মারে। বাম স্তন কামড়িয়ে জখম করে

এবং বাম ঘাড়ে কাম¢su¡ জখম করে। এখনও ঐ সব জখমের দাগ আছে। এরপর তার ছোরা দিয়ে মুখে নাকের বাম পাশে আঘাত করে (সাক্ষী দাগ দেখালেন)। ছোরা দিয়ে কপালে বাম ভ্রুর উপরে আঘাত করে (সাক্ষী দাগ দেখালেন)। মাথার পিছনে ছোরা দিয়ে ৩টি কোপ মারেন। বুকের উপর হাটু দিয়ে আঘাত করেছেন। ফলে বুকের হাড় ৭/৮টি ভেঙ্গে যায়। পা দিয়ে পাড়ায়। দরজার ডাসা দিয়ে সমস্ত শরীরে আঘাত করে। শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। সন্তানরা চিৎকার শুরু করে। তখন পাড়া প্রতিবেশী, শ্বশুর, দেবর সেকেন্দার আসে এবং তাহাকে টেনে খাটে তুলে। তিনি মারা গিয়েছিলেন মনে করে বাচ্চাদের চিৎকারে আসামী চলে যায়। পরের দিন সকালে তাহাকে ট্রলারে করে মোড়লগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায়। মঙ্গলবার 02/10/2001 ইং তারিখে হাসপাতালে a¡q¡l ýn qu, তাহার স্বামী, চেয়ারম্যান, মেম্বর, প্রতিবেশী, শ্বশুর, দেবরকে ঘটনা বলেন। ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখে পুলিশ আসে হাসপাতালে বিকেল ৫.৩০ মিনিটে। দারোগাকে ঘটনা বলেছিলেন। ০৬/১০/২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত হাসপাতালে ছিলেন। সেখান থেকে অবস্থা গুরুতর হলে খুলনা ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। সেখানে ২৮ দিন ছিলেন। সাংবাদিকরা ছবি নিয়ে পত্রিকায় লেখেন। এরপর স্বামী মামলা করেন। তিনি বালিশের ২ রক্তমাখা কভার যাতে ঘুমিয়ে ছিলেন, ওলেথ ক্লথ lš²j¡খা যাতে h¡µQ¡l¡ শুইয়ে থাকে, তাহার রক্তমাখা ১টি সেন্ডল যাহা বস্তু প্রদর্শনী-1 সিরিজ, ২ ও ৩ নং হিসাবে চিহ্নিত করেন।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, 0Ve¡l pju NljJ e¡ n£aJ না। ঘরের বাইরে থেকে বেড়া ভেঙ্গে আসামী ঢুকে পড়ে। তাহাকে খাট থেকে নীচে নামিয়ে ছিল। সেখানে মাটির Efl f¢m¢be ¢Rmz খাটের উপর থাকতে ®L¡f ¢cu¡¢Rmz Bp¡j£

কোপ দেওয়ার সময় তিনি বসা। পরনের কাপড় টেনে খুলে ফেলেছে। পরনে ছায়া ছিল। ব্লাউজ পরা ছিল না। বুকে কামড় দিয়েছে মাটিতে নামিয়ে। তখন তাহাকে শুইয়ে ফেলেছে। তাহাকে হাসপাতালে শ্বশুর ও দেবর সেকেন্দার হাওলাদার ট্রলারে করে নিয়া ¢Rmz pকাল ১১.০০ টায় ভর্তি হয়েছিলেন। সকাল ৯.০০ টায় রওয়ানা দেন তাহাকে নিয়ে। তিনি এই সময়ের কথা পরের দিন শ্বশুর ও দেবর এর কাছ থেকে শুনেছেন। তাহার জ্ঞান ফেরার পর তিনি শ্বশুর, দেবর, চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে বলেছেন। ®Qu¡l j£¡e সাক্ষী দেবেন। তিনি জোরে চিৎকার করেছিলেন ঘটনার সময়z ®chl সাইদুর রহমানের বাড়ী তাহার বাড়ী থেকে ৭০/৮০ হাত দূরে। তিনি ও তাহার সাথে হাসপাতালে এসেছিলেন। ঘটনার সময় লেপ কাঁথা গায়ে দিতেন না। সায়া পুলিশ নেয়নি। সত্য নয় যে তাহার সাথে দুলাল ও তার পিতা মাতার মামলা আছে জমিজমা নিয়া। এই পূর্ব শত্রুতার জের খাটিয়ে মামলা করেছেন h¡ Bp¡j£ cm¡m 0Ve¡l SMj করেননি। হারিকেন বাড়ীতে আছে দারোগা নেয়নি।

<u>রাষ্ট্রপক্ষের ৩ নং সাক্ষী,</u> Se¡h A¡বু সাঈদ হাওলাদার বলেন যে, আব্দুস p¡m¡j q¡Jm¡c¡l a¡q¡l i¡C J lJn¡e Bl¡ a¡q¡l ভাইয়ের স্ত্রী। গত ইং ২৯-09-200১ তারিখ দিবাগত রাত্রে নির্বাচনী কাজ শেষে রাত ১.০০ টার সময় বাড়ী ফিরেz a¡q¡l ও দেলোয়ার L¡S£l সাথে আসামী দুলালের রাস্তায় দেখা হয়। তখন দুলালকে ¢S‘¡p¡ L¢lলে সে বলে যে, ফারাজী বাড়ী কাজ আছে সেখানে যাচ্ছেz a¡q¡l¡ বাড়ীতে চলে যাওয়ার পর পরই ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে ফজরের নামাজের জন্য ঘুম থেকে উঠিয়া সালামের বাড়ীতে কান্নাকাটি শুনেz aMe pলামের বাড়ীতে গেলে a¡l বাচ্চারা বলে যে, a¡q¡l মাকে কুপায়ে জখম করে রেখেছে। তখন ঘরের মধ্যে গিয়ে

®cখেন মাথায়, গলায়, কপালে কাV¡ J lJ²¡J² AhÙ¡u i¡h£ Em‰ AhÙ¡uz Hlfl a¡q¡l পিতা কাদের হাওলাদার, ভাই সেকেন্দার হাওলাদার, দেলোয়ার L¡S£ আসেন। তারা ঘটনার অবস্থা দেখেন। তখন তাদের পরামর্শে ট্রলারে করে মোড়েলগঞ্জ এসে ভর্তি Lরেনz i¡h£ 05-10-২০০১ ইং তারিখ বিকাল ৩.০০ টায় একটু সুস্থ হয়ে তাহাকে বলে যে, ঘরে হারিকেন জ্বালিয়ে শুয়ে ছিলেন। নতুন ঘর করেছে। তাই পাটাতন ছিল e¡z aMe বেড়ার উপর দিয়ে বেয়ে আসামী দুলাল ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে। a¡lfl cm¡m খাট থেকে হাত ধরে মেঝেতে নামিয়ে ফেলে ধর্ষণের চেস্টা করিলে চিৎকার দিলে মেরে ফেলবে বলে। তখন ভাবী বাধা দিতে গেলে দুলাল ছোরা দিয়া কোপ দিয়ে মুখের এপাশ ওপাশ কোপ মারে। ভাব£র বাম দুcd L¡js ®cuz Lf¡m, কানের পর, মাথার পিছনে কোপ মারে। ঘরের Xাসা দিয়ে মারে। হাটু দিয়ে আঘাত করে বুকের হাড় i¡¢‰u¡ ®cuz Hlপর সালাম বাড়ীতে ফিরে মামলা করে। রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক মনে করিয়া খুলনা ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে প্রেরণ করে। দারোগার নিকট Sh¡eh¾c£ ¢cu¡ছেনz

®Sl¡কালে তিনি বলেe, a¡q¡l বাড়ী থেকে সালামের বাড়ী ৪৫/৫০ গজ দূরে দেলোয়ারের বাড়ী ২০০ গজ দূরে। ঘরের হারিকেন জ্বালানো ছিল। সেখানে ভারী মোটা খুঁটির সাথে ঝুলানো ছিল। ঘরের মধ্যে a¡q¡l ভাবীকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখেনz h¡j cd aMeJ উলঙ্গ ছিল। মোড়েলগঞ্জ বাজারে বিকাল ৪.০০ টার সময় ছালামের সাথে দেখা হয়েছে। ঘটনার দিন রাত্র 1|00 V¡l pju a¡q¡l সাথে দেলোয়ার ছিল। দেলোয়¡l Hl h¡s£l L¡R¡L¡¢R দুলালের সাথে দেখা হয়। a¡q¡l¡ নির্বাচনের কাজ শেষে ফিরেছিলাম। ¢ae ঘরের মেঝেতে a¡q¡l ভাবীকে দেখেe মেঝের উপর কিছু ছিল না। উলঙ্গ অবস্থায়

a¡q¡l স্ত্রী গায়ের বউ আনোয়ারা বেগম দেখেছে। সত্য নয় যে আসামীর সাথে জায়গা জামির কারণে j¡jm¡ b¡L¡u OVe¡l ¢hou ¢jbÉ¡ p¡r£ ®cJয়া বা কথিত মোতাবেক ®L¡e OVe¡ ঘটা সত্য নহে।

রাষ্ট্রপক্ষের ৪নং p¡r£, Se¡h দেলোয়ার কাজী জবানবন্দীকালে বলেন যে, গত 29/09/2001 a¡¢lM l¡a 1.00 V¡l pju ¢a¢e J Bh p¡Cc h¡sী ¢gl¢R®me, তখন তাহার বাড়ীর সামনের রাস্তায় দুলালের সাথে দেখা হয়েছিল। তিনি বলেন যে a¢j ®L¡b¡u k¡চ্ছ। তখন সে বলে যে, ফরাজী বাড়ী কাজে যাচ্ছে। এরপর তিনি ও আবু সাইদ যার মত বাড়ীতে চলে যায়। পরের দিন সকালে শুনেন যে, ছালামের স্ত্রীকে কুপিয়ে রেখে গেছে। তখন তিনি ছালামের বাড়ীতে যাইয়া দেখেন ছালামের স্ত্রীর মুখে, স্তনের উপরে কাটা, মাথার পিছনে কাটা, কপালের উপরে কাটা দেখেন। মহিলা l¡ বলে যে তার বাম স্তনে কামড় আছে। এরপর মোড়েলগঞ্জ হাসপাতালে ট্রলারে করে নিয়ে যায়। তিনি পরে হাসপাতালে গিয়ে টl¡গী দেখেন। টl¡N£ 05/10/2001 Cw a¡¢lM বিকাল ৩.০০ টার সময় জ্ঞান ফিরলে বলে যে, দুলাল রাত্র ২.০০ টার সময় নতুন বাড়ীর বেড়া কাটিয়ে তাহাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেন। তখন হারিকেন জ্বালানো ছিল। তাহাকে খাট থেকে নামিয়ে নীচে ফেলে ও পূর্বে বর্ণিতভাবে জখম করে। 06/10/2001 Cw a¡¢lM টl¡গীকে ইসলামী হাসপাতালে নিয়া যায়। দারোগার কাছে জবানবন্দী দিয়েছিলেন। তিনি ভাল আছেন।

জেরাকালে তিনি বলেন, প্রথমে তিনি টl¡গীর সঙ্গে হাসপাতালে যায়নি। পরে সাঈদ হাসপাতাল থেকে ফিরে আসলে সাঈদের সাথে গিয়েছিলেন। সালাম তাহার ®L¡e Baীয় না। তিনি যখন দেখেছেন তখন ঘাটে উঠিয়াছেন। তখন সকাল

8.3০/৯.০০ টা বাজে। তখন সাঈদের পিতা, সাঈদের স্ত্রী, তাহার দুই ভাইয়ের স্ত্রী ছিল। এরপর আরও লোকজন ছিল সেখানে। এরপর ট্রলারে করে হাসপাতালে নিয়া যায়। তিনি হারিকেন দেখেনি তখন। হারিকেন জ্বালানো ছিল পরে শুনেছে। সালামের Ùf¡l সাথে ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ বিকাল ৩.০০ টার সময় হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পর কথা হয়। সবার সামনে সে ঘটনা বলে। এ pju CE,¢f ®Qu¡ljÉ¡e fÒV, আবু সাঈদ, তিনি, ছালাম, মান্নানসহ আরও অনেকে ছিmz HC pju fËj pলামের বউ ঘটনা বলে। সালামের সাথে এর পরেও দেখা হয়েছিল। তিনি বাj স্তনের কামড় দেখেননি। তিনি নিজে ঘটনা দেখেননি। সত্য নয় যে, স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক শত্র¡a¡l কারণে দুলালের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য বা কথিত ঘটনা ঘটেনি বা 05/10/2001 Cw a¡¢lM lJne Aরা ঘটনা বলেননি।

রাষ্ট্রপক্ষের ৫নং সাক্ষী, Se¡h আঃ কাদের হাওলাদার জবানবন্দীকালে বলেন ®k, Bx R¡m¡j a¡q¡l fœ Hhw ¢iL¢Vj lJn¡e Bl¡ তাহার ছেলের বউ। গত ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখে দারোগা তাহার উপস্থি¢aতে রক্তমাখা বালিশের কভার, প্লাস্টিকের জুতা, একটি কালো প্লাষ্টিকের ক্লথ জব্দ কcl¢R®mez Sa¡ Bp¡j£ দুলালের। জব্দ তালিকা তাহার স্বাক্ষর প্রদশনী ২, ২/১ হিসাবে চিহ্নিত কcle Hhw Bm¡ja k¡ hpº fËne£ I, II, III নং হিসাবে ইতিপূর্বে চিহ্নিত হcuছে a¡q¡ সনাক্ত করেনz

জেরাকালে তিনি বলেন, আলামত ঘটনাস্থলে নিজেরা পেয়ে দারোগাকে ¢ccuছে। দারোগা বিকেল ৫.০০/৫.৩০ মিনিটে গিয়েছিল। ¢ate ও ছোট ছেলে সেকেন্দার আলামত নামায় সই Lরেছিলেন। প্লাষ্টিকের ক্লথ মাটিতে পেয়েছিলেন

বালিশের কভারসহ। আলামত ঐ জায়গা থেকে চৌকির উপর উঠিয়ে রেখেছিলেন। এরপর দারোগার সামনে ®cনে। আলামত দারোগাকে দেওয়ার সময় সাঈদ হাওলাদার, দেলোয়ার, আলম শেখ উপস্থিত ছিmez a¡l¡ ®LE সহ করেননি। এই ব্যাগটি আলামত রাখতে দারোগাকে দিয়েছিলেন। সত্য নয় যে, দুলালের সাথে স্থানীয় পর্যায়ে nœুতার কারণে মিথ্যে মামলা করেছিলেন, দারোগা ঘটনাস্থলে যাননি বা আলামত জë করেননি বা মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়াছেনz

রাষ্ট্রপক্ষের ৬ নং সাক্ষী, Se¡h আঃ বারেক হাওলাদার জবানবন্দীকালে বলেন ®k, h¡c£ R¡m¡j q¡Jm¡c¡l a¡q¡l ®jTi¡Cz ¢iL¢Vj lJne Bl¡ a¡l ভাইয়ের Ù£z Na Cw 29/09/2001 a¡¢lM n¢eh¡l ¢ch¡Na l¡œ 2.00 O¢VL¡u (30/09/2001 Cw a¡¢lM) R¡লাম হাওলাদারের বাড়ীতে ঘটনা। ৩০/১০/২০০১ সকালে বাজারে যাওয়ার পথে ছালামের বাড়ীতে চিৎকার শুনে তাদের বাড়ীতে যান এবং দেখেন রওশন আরা রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে আছেন। তাহার শরীরে কাপড় নেই। রক্তে ঘরের মে®ঝসহ বিভিন্নস্থানে ছিটে আছে। তাহার বাম মুখে নখের আছড়, বাম কান দুই i¡N কাটা, বাম ভ্রুর উপরে জখম, মাথার পিছনে কাটা, ঘাড়ের উপরে দু হাতের বাহুতে ও স্তনে কামড়ের দাগ। মনে করেছিলেন ভাবী মনে হয় মারা গেছে। তাড়াতাড়ি ট্রলারে করে নিয়া তাহাকে মোড়েলগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ জ্ঞান ফিরে আসে দুপুরের পরে। ভাবী তখন তাহাদের বলেন যে, ¢a¢e h¡µQ¡ নিয়া হেরিকেন জ্বালাইয়া ঘরে শুয়েছিme। স্বামী ছিল রামপাল। ঘরের বেড়ার উপর দিয়ে আসামী দুলাল ঘরে ঢুকে। ¢iL¢Vj তাহাকে ধর্ষণ করার উদ্দেশ্যে ছোরা দিয়ে কোপায়। কাপড় চোপড় টেনে হিছড়ে ছিড়ে ফেলে। এরপর পালিয়ে যায় সে। সে জুতা

রেখে গেছে। ভাবী এই ঘটনা বলার সময় চেয়ারম্যানসহ অনেক লোকজন ছিল a¡lfl মামলা হয়। এরপর চেয়ারম্যান ওলিউর রহমান পল্টু আসামীকে পুলিশ নিয়ে নিজে ধরেন। এখানে ভাল চিকিৎসা না থাকায় ডাক্তার ও এম, পি মুফতি সাহেব খুলনায় ভাল চিকিৎসার জন্য নিতে বলেন। a¡q¡l¡ খুলনা ইসলামিয়া ব্যাংক হাসপাতালে নিয়ে যান। দারোগার কাছে জবানবন্দি দিয়েছিলেন।

জেরাকালে তিনি বলেন, তিনি ঘটনার রাতে বাড়ীতে ছিলেন। বাদীর বাড়ী থেকে তাহার ঘর ১৫০ হাত দুরে। ¢ae রাতে চেচামেচি শুনেন নাই। ঘুমিয়ে ছিলেন। সকালে বাজারে যাওয়ার সময় বাচ্চাদের চিৎকার ও কান্নাকাটি শুনে ওদের বাড়ীতে যান। তাহার আগে nq¢c গিয়েছিল। তাহার পর সকালে সবার সামনে তাহার অন্য ভাবীরা অনেকেই আসেন। 0র কাঁচামাটি। রওশন আরাকে খাটের উপর বড় ভাবী Bun¡ উঠায়। মাটিতে রক্ত fRল, বেড়ার রক্ত ছিল। ভাবীর পরনে একটা সায়া ছিল কোন রকম। ব্লাউজ ছিল না। শাড়ী ছিড়া ছিল পার্শ্বে। ভাবী ঘটনাটি তাহাকে বলেছে। ভাবীকে ট্রলারে করে হাসপাতালে ¢eu¡¢Rm। ট্রলারের চালকের নাম বলতে পারেন না। তিনি ও হাসপাতালে গিয়েছিলেন। ট্রলার হাসপাতালের ঘাটে নিয়ে রাখেন। পাটাতন ¢Rm e¡z ®pC gাকা পাটাতনের উপর দিয়ে ঘরে ঢুকে ছিল। ঘর পশ্চিম পোতায়। ঘরের পূর্বে পাশ দিয়ে ঢুকে ছিলে। ভাবীর ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখে জ্ঞান ফেরে। ০৬/১০/২০০১ ইং তারিখে খুলনা হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। খুলনা নিয়ে k¡Ju¡l pju a¡q¡l i¡Cl¡ J ¢fa¡ ছিলেন। খুলনা নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি ছিলেন না। তাহাদের সাথে আসামীর কোন মামলা নেই। সত্য নয় যে, দেওয়ানী ৩৫৯/৮৪ j¡jm¡ ¢Rmz h¡ ¢p.Bl. 5815/2000 j¡jm¡u বাদী আইউব আলী শিকদারকে

চেনেন। তার বাড়ী দুলালের বাড়ী থেকে একটু দূরে। সাক্ষীদের বাড়ী তাহাদের h¡s£l আশেপাশের, ঘটনাস্থলের পূর্বে শহীদ, পশ্চিমে h¡s£ ®eC, উত্তরে ফাকার পরে বাদশা। তারা বাড়ীতে ছিলনা। সেখানে কাজ করিতে গিয়েছিলেন। দক্ষিণে ফাকা ছিল। এখন বাড়ী করেছে মনির হাওলাদার। দারোগা তাহার কাছে ১২/১০/২০০১ ইং তারিখ জিজ্ঞাসা করেছেন উঠানে বসে। ঐ দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করেছেন। ০৫/১০/২০০১ ইং a¡রিখ দারোগা বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সত্য নয় যে, জমাজমি নিয়ে দুলালের সাথে j¡মলা থাকায় মিথ্যা মামলা করেছিলেন, বা দুলাল বাদীর ঘরে যায় নি, বা ধর্ষণের চেষ্টা করেনি বা কোন ঘটনা ঘটে নাই বা তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেনz

রাষ্ট্রপক্ষের ৭নং সাক্ষী আয়েশা বেগমকে Tender ঘোষণা করা হইলে B f£mL¡l£ f r Declined ®O¡oZ¡ Ll¡ quz

রাষ্ট্রপক্ষের ৮নং সাক্ষী, Se¡h ওলিয়ার রহমান জবানবন্দীকালে বলেন যে, গত ২৯/০৯/২০০১ ইং তারিখে দিবাগত রাত্র ২.০০ টার সময় বাদীর বাড়ীতে ঘটনা। ৩০/০৯/২০০১ ইং তারিখে ভিকটিমের শশুর আঃ কাদের তাহাকে জানায় যে, ভিকটিম হাসপাতালে আছে। সে ধর্ষিত হইয়াছে বলিয়া জানায়। তখন তিনি হাসপাতালে ভিকটিমকে জখম অবস্থায় অজ্ঞান দেখেন। তাহার মাথা, কানে, শরীরে বিভিন্ন স্থানে কাটা জখম ছিল। কাদের মামলা করিতে চাহিলে কে ঘটনার সহিত জড়িত তাহা আগে বাহির করিতে বলেন। তিনি ভিকটিমের জ্ঞান ফেরার পর মামলা করিতে বলেন। ইহার fl 05/10/2001 Cw a¡¢lM ¢iL¢Vjl '¡e ®gরে। তখন তিনি পুনরায় হাসপাতালে গিয়া ভিকটিমকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে সে জানায় যে, আসামী দুলাল শেখ ধর্ষণের চেষ্টা করিতে ব্যর্থ হইয়া তাহাকে জখম করে। তখন ঘটনা শুনিয়া বাদীকে

j¡jm¡l SeÉ b¡e¡u f¡W¡e। তিনি এই সময় ঘটনাস্থল এলাকার চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি চৌকিদারকে দিয়া আসামী দুলাল শেখকে ধৃত করেন। পরে পুলিশ আসিলে তিনি পুলিশের কাছে আসামী®L হস্তান্তর করেন। Hm¡L¡l লোকজন ঘটনা জানে। অদ্য Bp¡j£ L¡WNড়ায় দাড়ানো আছে।

জেরাকালে তিনি বলেন, ¢a¢e HMe ®Qu¡l jÉ¡e e¡Cz OVe¡ ¢eu¡ ®L¡e n¡¢mp cl h ার হয় নাই। আসামীকে মামলা দায়েরের পূর্বে না পরে ধরে মনো নাই। তাহারা সবাই মিলিয়া আসামীকে দারোগার নিকট সোপর্দ করেন। আসামীকে ধরার সময় ®Q±¢Lc¡l, l¡jLo· Sj¡Ÿ¡l, ®jð¡র হাসমত আলী শিকদার ছিলেন। বাদীকে Bp¡j£ da L¢lu¡ S¡e¡e নাই। পুলিশকে সংবাদ দেন। তখন অনুমান বেলা ৪ টা বাজে। দারোগা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। স্থানীয় নির্বাচনে আসামী তাহার বিরোধিতা করেন বিধায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন, আসামী পক্ষের এই সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৯ নং সাক্ষী Hp,BC, Se¡h এনামুল হক জবানবন্দীকালে বলেন যে, গত ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ মোড়লগঞ্জ থানায় কর্মরত ছিলেন। ঐ দিন তিনি এই মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেez ¢a¢e ac¿¹ i¡l NÊqZ L¢lu¡ OVe¡Ùm f¢lcne করেন। ¢a¢e ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র প্রদর্শনী-3 J pÈ£fœ fÐcnÑe£-4 Hhw a¡q¡l pC fÐcnÑe£-3(1) J 4(1)হিসাবে সনাক্ত করেz ¢a¢e cC¢V lš²j¡M¡ বালিশের Li¡l, HL¢V প্লাস্টিকের জুতা জব্দ করেন। জব্দ তালিকাu a¡q¡l pC fÐcnÑe£-2(2) Bm¡ja fÐcnÑe£ (I-III) হিসাবে সনাক্ত করেন। সাক্ষীদের জবানবন্দী ফৌজদারী L¡kÑ¢h¢dl 161 ধারামতে রেকর্ড করেন। ডাক্তারী পরীক্ষার সনদপত্র পর্যালচনা করেন।

ঘটনা তদন্তে সাক্ষ্য প্রমানে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হওয়াu e¡l£ J ¢nö ¢ek¡ae cje BCe 2000 Hl 10(1) d¡l¡u 22/10/2001 Cw তারিখে ২৪৩ নং অভিযোগ fœ দাখিল করেন।

জেরাকালে তিনি বলেন জব্দকৃত আলামত বাদী তাহাকে ®cu zSë LI¡I pju J Bm¡ja ®cJu¡I pju ¢iL¢Vj Ef¢Ùba ¢Rm e¡z ¢a¢e h¡c£I ফৌজদারী কার্য ¢h¢dI 161 ধারামতে পরীক্ষা করেন নাই। ভিকটিমের জh¡eh¾c£ ¢a¢e 16/10/2001 ইং তরিখে ঘটনাস্থলে গ্রহন করেন । ৫/১০/০১ ইং তারিখে আসামীকে ঘটনাস্থল হইতে গ্রেফতার করেন। অভিযোগ পত্রে সাক্ষীদের বাড়ী ঘরের উল্লেখ করেন নাই। তদন্তকালে হারিকেন তিনি উদ্ধার করেন নাই। ভিকটিমের সাথে তাহার হাসপাতালে দেখা হইয়াছে কিনা মনে নাই। ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শীর বক্তব্য তিনি রেকর্ড করেন নাই, ®Lhm j¡œ ভিকটিমের ছাড়া। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, চৌকিদারের জবানবন্দী তদন্ত কালে রের্কড করেন নাই। তিনি বলেন সঠিক ভাবে তদন্ত না করা সত্য নহে। তিনি বলেন ভিকটিমের আলামতের চিহ্ন না পাওয়া বা ঘটার সত্যতা যাচাই না করিয়া মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করা সত্য নহে।

Iাষ্ট্রপক্ষের 10 ew p¡r£, X¡x h¡h স্বপন কুমার চক্রবর্তী জবানবন্দীকালে বলেন ®k, তিনি ৩০/০৯/২০০১ ইং মোড়লগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে ছিলেন। ঐদিন সকাল ১১ টার সময় উক্ত কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগ মেডিকেল অফিসারের দায়িত্বে থাকাকালে মিসেস রওশানারা, স্বামী আঃ সালাম, সাং বাদুরতলাCL fI£r¡ করিয়া তাহার শরীরে, মুখে, কপালে, মাথায়, বাম কানে, বাম বুকে, চোখে, ডান বাহু, বাম কাঁধে জখম f¡ez ¢a¢e জরুরী বিভাগে ¢Q¢Lvp¡ করিয়া হাসপাতালে ভর্তি করেনz

১/২/৩/৪ নং জখম গুলি গুরুতর ও ধারালো অস্ত্র দ্বারা করা হইয়াছে। ৫ নং জখম p¡d¡lZ fËal J ®i¡a¡ AÙ à¡l¡ Ll¡ হইয়াছে। তৎমর্মে ৩/১০/০১ ইং তারিখে রিপোর্ট প্রদান করেন। সার্টিফিকেট প্রদঃ ৫ এবং ইহাতে a¡q¡l ৩টি সই আছে k¡q¡ সনাক্ত করেন। fËx 5 cC pcpÉ ¢hnø ®hiX à¡l¡ HC fl£r¡ quz AeÉ Se X¡x j¢aez স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হাসমত আলী শিকদার রোগীনীকে সনাক্ত করে। প্রদne£-5 CpÉ Ll¡ fk¿ ¢iLV¡j হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল।

জেরাকালে তিনি বলেন, রওশন আরাকে ¢a¢e আগে চিনিতেন e¡z a¡q¡l স্বামীকেও আগে চিনিতেন না। সনাক্তকারীকে আগে চিনিতেন না। ভিকটিম হাসপাতালে কতদিন ছিল তাহা উল্লেখ করেন নাই এবং তৎমর্মে এখন a¡q¡l ¢eLV ®L¡e L¡NS e¡Cz ®L¡e R¡sfœ a¡q¡l ¢eLV e¡Cz তিনি বলেন ভিকটিমের শরীরে কোন জখম না থাকা বা সঠিকভাবে সার্টিফিকেট না দেওয়া সত্য নহে। তিনি বলেন ভিন্ন লোককে সাজাইয়া ও ভিকটিমের নাম দিয়া মিথ্যা সার্টিফিকেট দেওয়া সত্য নহে।

<u>সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্যের সারাংশ হইল-;</u>

1ew p¡r£ বলেন, দুলাল তাহার স্ত্রীকে খাট থেকে নামিয়ে জড়িয়ে ধরে এবং বুকের বাম স্তনে কামড়িয়ে, বাম গালের উপর আঘাত করে, কপালে আঘাত করে এবং বাম কানে পোচ দিয়ে দুভাগ করে ফেলে, মাথায় উপর ৩/৪টি কোপ মারে। clS¡u X¡p¡, দিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে পিটাতে থাকে। তাহার বাচ্চারা চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে থাকলে প্রতিবেn£ আবু সাঈদ, তাহার স্ত্রী আয়েশা বেগম এসে স্ত্রীকে রক্তাক্ত, জখম, অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। স্ত্রীর গায়ে শাড়ী ব্লাউজ নেই। তখন সাঈদ ও আয়েশা বেগম স্ত্রীকে খাটের উপর উঠিয়ে রাখেন। ®m¡LSe ¢Qa¢Lvp¡l

জন্য মোড়লগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায় ট্রলারে করে। সেখানে চিকিৎসা হয়ে আংশিক সুস্থ হলে উপস্থিত সাক্ষী,স্থানীয় চেয়ারম্যান,সদস্যদের সামনে তাহার স্ত্রী আসামী দুলালের নাম বলে। 2ew p¡r£ বলেন, 29/09/2001Cw ¢ch¡Na l¡a 2.00V¡l সময় তিনি বাড়ীতে ঘরে হারিকেন জ্বালিয়া ৩টি সন্তান নিয়া ঘুমায়ে ছিলেez ডকে দাড়ানো আসামী দুলাল ঘরে প্রবেশ করলে শব্দ পেয়ে তাহার ঘুম ভেঙ্গে যায়। aMe চিৎকার করার চেষ্টা করিলে আসামী দুলাল তার হাতে থাকা ছোরা দিয়ে বুকে ঠেকায় খুন করার ভয় দেখায়। এরপর খাট থেকে টেনে নীচে নামিয়ে জড়িয়ে ধরে ইজ্জত নষ্ট করার জন্য ধস্তাধস্তি করতে থাকে। তিনি বাধা দিতে থাকেন। দুলাল জোর করে তাহার শাড়ী খুলে ফেলে। গায়ে তাহার ব্লাউজ ছিল না। Qp ¢Lmঘুষি মারে। বাম স্তন কামড়িয়¡ জখম করে এবং বাম ঘাড়ে কাম¢su¡ জখম করে। এখনও ঐ সব জখমের দাগ আছে। এরপর তার ছোরা দিয়ে মুখে নাকের বাম পাশে আঘাত করে (সাক্ষী দাগ দেখালেন)। ছোরা দিয়ে কপালে বাম ভ্রুর উপরে আঘাত করে (সাক্ষী দাগ দেখালেন)। মাথার পিছনে ছোরা দিয়ে ৩টি কোপ মারেন। দরজার ডাসা দিয়ে সমস্ত শরীরে আঘাত করে। j‰mh¡l 02/10/2001ইং তারিখে হাসপাতালে তাহার হুশ হয় তাহার স্বামী, চেয়ারম্যান, মেম্বর, প্রতিবেশী, শ্বশুর, দেবরকে ঘটনা বলেন। ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখে পুলিশ আসে হাসপাতালে বিকেল ৫.৩০ মিনিটে। দারোগাকে ঘটনা বলেছিলেন। 3 ew p¡r£ বলেন Na Cw 29-9-200১ তারিখ দিবাগত রাত্রে নির্বাচনী কাজ শেষে রাত ১.০০ টার সময় বাড়ী ফিরে, তাহার ও দেলোয়ার কাজীর সাথে আসামী দুলালের রাস্তায় দেখা হয়। তখন দুলালকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, g¡l¡Sী বাড়ী কাজ আছে সেখানে যাচ্ছে। ভাh£ (¢iL¢Vj) 05-10-2001 Cw a¡¢lM

¢hL¡m 3|00 V¡u একটু সুস্থ হয়ে তাহাকে বলে যে, ঘরে হারিকেন জ্বালিয়ে শুয়ে ছিলেন। নতুন ঘর করেছে। তাই পাটাতন ছিল না। তখন বেড়ার উপর দিয়ে বেয়ে আসামী দুলাল ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে। তারপর দুলাল খাট থেকে হাত ধরে মেঝেতে নামিয়ে ফেলে ধর্ষণের চেষ্টা করিলে চিৎকার দিলে মেরে ফেলবে বলে। তখন i¡h£ বাধা দিতে গেলে দুলাল ছোরা দিয়া কোপ দিয়ে মুখের এপাশ ওপাশ কোপ মারে। ভাh£র বাম দুCd কামড় দেয়। কপাল, কানের পর, মাথার পিছনে কোপ মারে। ঘরের X¡সা দিয়ে মারে। 4ew p¡r£ বলেন, Na 29/09/2001 a¡¢lM l¡a 1.00 V¡l pju ¢a¢e J Bh p¡Cc h¡s£ ¢gl¢R®me aMe a¡q¡l h¡s£l p¡jনের রাস্তায় দুলালের সাথে দেখা হয়েছিল। পরের দিন সকালে শুনেন যে, ছালামের স্ত্রীকে কুপিয়ে রেখে গেছে। তখন তিনি ছালামের বাড়ীতে যাইয়া দেখেন ছালামের স্ত্রীর মুখে, স্তনের উপরে কাটা, মাথার পিছনে কাটা, কপালের উপরে কাটা দেখেন। মহিলারা বলে যে তার বাম স্তনে কামড় আছে। 5ew p¡r£ ব¢me, গত ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখে দারোগা তাহার উপস্থি¢aতে রক্তমাখা বালিশের কভার, প্লাস্টিকের জুতা, একটি কালো প্লাষ্টিকের ক্লথ জব্দ করেছিলেন। জব্দ তালিকা তাহার স্বাক্ষর প্রদশনী ২, ২/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং আলামত যা বস্তু প্রদশe£ I, II, III নং হিসাবে ইতিপূর্বে চিহ্নিত হয়েছে তাহা সনাক্ত ক¢lez 6 ew p¡r£ বলেন, 30/১০/২০০১ সকালে বাজারে যাওয়ার পথে ছালামের বাড়ীতে চিৎকার শুনে তাদের বাড়ীতে যান এবং দেখেন রওশন আরা রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে আছেন। তাহার শরীরে কাপড় নেই। রক্তে ঘরের মেঝসহ বিভিন্নস্থানে ছিটে আছে। তাহার বাম মুখে নখের আছড়, বাম কান দুই ভাগ কাটা, বাম ভ্রুর উপরে জখম, মাথার পিছনে কাটা, ঘাড়ের উপরে দু হাতের

বাহুতে ও স্তনে কামড়ের দাগ। 05/10/2001 ইং তারিখ জ্ঞান ফিরে আসে দুপুরের পরে। ভাবী (¢iL¢Vj)তখন তাহাদের বলেন যে, তিনি বাচ্চা নিয়া হেরিকেন জ্বালাইয়া ঘরে শুয়েছিলেন। স্বামী ছিল রামপাল। ঘরের বেড়ার উপর দিয়ে আসামী দুলাল ঘরে ঢুকে। ভিকটিমকে ধর্ষণ করার উদ্দেশ্যে ছোরা দিয়ে কোপায়। কাপড় চোপড় টেনে হিছড়ে ছিড়ে ফেলে। এরপর পালিয়ে যায় সে। 7 ew p¡r£®L Tender ®O¡oZ¡ Ll¡ হইলে আপীলকারী পক্ষ Declined ®O¡oZ¡ Ll¡ quz 8ew p¡r£ বলেন ৩০/০৯/২০০১ ইং তারিখে ভিকটিমের শশুর আঃ কাদের তাহাকে জ¡e¡u ®k, ¢iL¢Vj হাসপাতালে আছে। সে ধর্ষিত হইয়াছে বলিয়া জানায়। তখন তিনি হাসপাতালে ভিকটিমকে জখম অবস্থায় অজ্ঞান দেখেন। তাহার মাথা, কানে, শরীরে বিভিন্ন স্থানে কাটা জখম ছিল। কাদের মামলা করিতে চাহিলে কে ঘটনার সহিত জড়িত তাহা আগে বাহির করিতে বলেন। তিনি ভিকটিমের জ্ঞান ফেরার পর মামলা করিতে বলেন। ইহার fl 05/10/2001 Cw a¡¢lM ¢iL¢V¢jl জ্ঞান ফেরে। তখন তিনি পুনরায় হাসপাতালে নিয়া ভিকটিমকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে সে জানায় যে, আসামী দুলাল শেখ ধর্ষণের চেষ্টা করিতে ব্যর্থ হইয়া তাহাকে জখম করে। ৯ নং সাক্ষী বলেন, ¢a¢e তদন্তভার গ্রহণ করিয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র fËcne£-3 J pÈQ£fœ fËcne£-4 Hhw a¡q¡l pC fËcne£-৩(১) ও ৪(১)হিসাবে সনাক্ত করে। তিনি দুইটি রক্তমাখা বালিশের কভার একটি প্লাস্টিকের জুতা জব্দ করেন। জব্দ তালিকায় তাহার সই প্রদর্শনী-2(2) Bm¡ja fËcne£ (I-III) হিসাবে সনাক্ত করেন। সাক্ষীদের জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারামতে রেকর্ড করেন। ডাক্তারী পরীক্ষার সনদপত্র পর্যালচনা করেন। ঘটনা তদন্তে সাক্ষ্য প্রমানে

আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হওয়ায়u e¡l£ J ¢nö ¢ek¡ae দমন আইন ২০০০ এর ১০(১) ধারায় ২২/১০/২০০১ ইং তারিখে 243 ew অভিযোগ fœ দাখিল করেন। ১0 ew p¡r£ বলেন, ¢a¢e 30/09/2001 Cw ®j¡smN" স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে ছিলেন। ঐদিন সকাল ১১ টার সময় উক্ত কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগ মেডিকেল অফিসারের দায়িত্বে থাকাকালে মিসেস রওশানারা, স্বামী আঃ সালাম, সাং বাদুরতলাকে পরীক্ষা করিয়া তাহার শরীরে, মুখে, কপালে, মাথায়, বাম কানে, বাম বুকে, চোখে, ডান বাহু, বাম কাঁধে জখম পান। ১/২/৩/৪ নং জখম গুলি গুরুতর ও ধারালো অস্ত্র দ্বারা করা হইয়াছে। ৫ নং জখম সাধারণ প্রকৃতির ও ভোতা অস্ত্র দ্বারা করা হইয়াছে। তৎমর্মে ৩/১০/০১ ইং তারিখে রিপোর্ট প্রদান করেন।

fa¨uj¡e ®k, pLm p¡r£ 2 ew p¡r£ ¢i¢LVj-এর বর্ণনামতে 1 ew p¡r£ এজাহারকারী কর্তৃক দায়েরকৃত এজাহারের ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। সকল সাক্ষী ভিকটিমের ¢eLV öe¡ OVe¡l হুবহু বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তবে একথা সত্য যে, এই মামলার ১ নং সাক্ষী এজাহারকারী ২ নং সাক্ষী ভিকটিম এর ü¡j£, 1, ৩ ও ৬ নং সাক্ষী সহোদর ভাই। 5 ew p¡r£ 1,3,6 ew p¡r£l ¢fa¡z তাহারা সবাই পরস্পরের আত্মীয়, তবে তাহাদের সকলের সাক্ষ্É flØfl p¡j"pÉfZz ভিকটিম যে গুরুতরভাবে Sখম প্রাপ্ত হয়েছিme তাহা আপীলকারীরপক্ষেl ¢h' আইনজীবী কর্তৃক স্বীকৃত। কেননা তিনি তাহার যুক্তিতর্কে বলেন যে, মামলাটি cä¢h¢dl 326 d¡l¡u qJu¡ E¢Qv ¢Rmz Hই মামলার ৪ এবং ৮ নং সাক্ষী নিরপেক্ষ p¡r£z তাহারা হাসপাতালে ২ নং সাক্ষী ভিকটিম যখন জ্ঞান ফেরার পর ঘটনা বলেন তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ৪ নংসাক্ষী দেলোয়ার L¡S£ Hhw 3 ew p¡r£ Bh

সাঈদ ঘটনার রাত্রে আপীলকারীকে ঘটনাস্থলের আশে পাশে ঘটনা ঘটার ১ ঘন্টা পূর্বে দেখিয়েছিলেন। 4ew p¡r£ তাহার সাক্ষ্যে এজাহারের ঘটনার পুরোপুরি সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান কযিয়াছেন। তিনি নিরপেক্ষ সাক্ষী, তিনি ভিকটিমের প্রতিবেশী মাত্র। 8 ew সাক্ষীও ঘটনার পুরোপুরি সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি HC j¡jm¡u HLSe ...lafZ p¡r£z ®Lee¡ HC OVe¡l pju ¢a¢e Ù¡e£u CE¢eue f¢রষদের চেয়ারম্যান Hl c¡¢ua f¡লন করিতেছিলেন।

সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিলে ইহাই Øffax fËa£uj¡e ®k, ¢iL¢Vj গুরুতর ও নির্মমভাবে স্পর্শকাতর অঙ্গেসহ SMj fË¡ç, k¡q¡ 10 ewp¡r£ X¡x üfe Lj¡l Qœ²ha£l CpÉLa SMj£ pecfœ k¡q¡ fËcnে£ ৫ হিসাবে চিহ্নিত, তাহাতে pØfø i¡বে প্রমান করেz

Cq¡ সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ২ নং সাক্ষী ভিকটি®jl h¢Za OVe¡ Aek¡u£ তাহার শরীরে যে সকল Sখম পাওয়া গিয়াছে এবং যাহা ডাক্তারী সনদপত্রে সমর্থন করে a¡q¡ ®কান স্বাভাবিকভাবে আক্রান্ত হওয়ার ফলে কিûhা ক্ষনিকের উত্তেজনার বশে উক্ত Sখমের p¢ø ®pC প্রকৃতির মধ্যে পড়েনা। Sখমের ধরেZ সুস্পষ্টভাবে অনুমেয় যে, ভিকটিম কে ধর্ষণ বা শালীনতা হানির A¢i fË¡u পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হইয়াছে কিন্তু ভিকটিমের বাধার কারণে ধষর্ণের উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় a¡q¡l ØfnL¡al A‰সহ অন্যান্য স্থানে lJ²¡J² SMj Ll¡ হইয়াছে। তবে এ ধরণের ঘটনাu ¢iL¢Vj R¡s¡ Q¡rp p¡r£ f¡Ju¡ cl¦q hÉ¡f¡lz সেক্ষেত্রে ভিকটিম এর সাক্ষীর সঙ্গে পারিপার্শ্বিL অবস্থা মিলিয়ে দেখা অবশ্যই h¡"e£u/Ahd¡¢laz B f£mL¡l£ ®k HC ¢iL¢Vj Hl Ef l বর্ণিত বর্বোরচিত, SOeÉ,

Ap¡j¡¢SL ঘটনা ঘটিয়েছিলেন তাহা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে ভিকটিম নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং ভিকটিম হারিকেনের আলোতে আপীলকারীকে চিনিতে পারিয়াছেন ¢iL¢Vcjl HC p¡rÉ j¡jm¡l AhÙ¡Na Hhw f¡¢lf¡¢nL p¡rÉ pjbe করে কিনা সে বিষয়ে ট্রাইবুনালের আলোকপাত করা E¢Qa ¢Rm কিন্তু যেহেতু ট্রাইবুনাল সেই বিষয়ে কোন মতামত প্রদান করেন নাই সেহেতু সাক্ষীদের মধ্যে ভিকটিম ব্যতীত প্রত্যক্ষ সাক্ষীর অভাবে মামলার ঘটনা প্রমানের ক্ষেত্রে প্রশ্ন JW¡ ü¡i¡¢hL Hhw a¡q¡C আপীলকারীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আপীল শুনানীকালে নিবেদন করেন।

Bjl¡ p¡¢hকভাবে মামলার সকল সাক্ষ্য, এজাহার, অভিযোগপত্র, ®g±Sc¡l£ L¡k¢h¢dl ৩৪২ ধারায় আপীলকারীর পরীক্ষা ইত্যাদি অত্যন্ত সতর্কতা ও নিবিড়ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিলাম। যাহা হইতে আমরা অবস্থাগত ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পাই তাহা আলোচনা না করিলেই নয়। ভিকটিম 30 বৎসর বয়সের একজন সুন্দরী যুবতী মহিলা। তাহার স্বামী ব্যবসার কাজে রামপাল থানা শহরে থাকেন, ভিকটিমের তিন জন নাবালক বাচ্চা যাহাদের বয়স ছয় বৎসরের মধ্যে তাহাদের নিয়া ফাকা বাড়িতে HL¡ থাকেন। সেখানে cÖV, Q¢lœq£e লোকদের মce ®c¡m M¡Ju¡ pাভাবিক এবং যেখানে ঘটনার সময়ের ১ ঘন্টা পূর্বে রাত ০১.০০ ঘটিকার সময় ৩ ও ৪ নং সাক্ষী যথাক্রমে আবু সাঈদ ও দেলোয়ার কাজী আপীলকারীকে ঘটনা স্থলের h¡s£l পাশে দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে কথা হইয়াছে, k¡q¡ a¡q¡l¡ aাহাদের জবানবন্দিতে বলিয়াছেন। ভিকটিম ঘরে জালান হারিকেনের আলোতে আপীলকারীকে চিনিতে পারিয়াছেন, ঘরে হারিকেন SÄালিয়া রাখাই স্বাভাবিক কেননা বাড়ীতে কোন পুl¦o j¡eo

ছাড়া ৩জন ছোট বাচ্চাকে নিয়া ভিকটিম থাকেন এবং তাহাকে ®kভাবে আঘাত করা সq খাট হইতে টানিয়া নীচে নামিয়ে জS¡Cu¡ d¢lu¡ C‹a eÖV Ll¡l Seÿ dØa¡d¢Øa করা হইয়াছে এবং শরীরের স্পর্শকাতর অংগে কামড়িয়া ও ছোরা দিয়া জখম করা হইয়াছে, সেখানে এত কিছুর পরও আপীলকারী fh f¢l¢Qa হইলে ভিকটিম তাহাকে চিনিতে না পারার কথা নহে। সেই হিসাবে আপীলকারীকে ¢iL¢Vj LaL kb¡bC সনাক্ত করা সম্ভব হইয়াCRz B f£mL¡l£l ¢h‘ আইনজীবী জেরাকালে এ বিষয়ে কোন প্রশ্নোত্তর করেন নাই।Hje¢L B f£mL¡l£J ®g±Sc¡l£ L¡k¢h¢dl 342 d¡l¡u এ বিষয় কিছু বলেন নাইz রাষ্ট্রপক্ষের ৮ নং সাক্ষী স্থানীয় চেয়ারম্যান হাসপাতালে ভিকটিমের মু®খ ঘটনার সঙ্গে আপীলকারীর সম্পৃক্ততাl Lb¡ শুনিয়া নিজ উদ্যেগে ®L¡e ¢àd¡-দ্বন্দ্ব না করিয়া আপীলকারীকে আটক করিয়া পুলিশে সোপর্দ করিয়াছিCme, তাহার সঙ্গে যে আপীলকারীর কোন শক্রতা আছে তাহা প্রমানিত হয় নাই। সাধারণত Ù¡e£u ®Qu¡lj¢É¡eNZ ü i¡ব বশতঃ ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সকলকে হাতে রাখার চেষ্টা করেন এবং বিবাদ বিসংবা®c j£j¡wp¡l fË¢²u¡l fb h¡¢Ru¡ ®ee কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা k¡u ®k ¢iL¢Vj-এর নিকট আপীলকারীর নাম শুনার সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ কালক্ষেপন না করিয়া আপীলকারীকে আটক করিয়া পুলিশে সোপর্দ করিয়াছেন। এজাহারে এবং অভিযোগপত্রে আপীলকারীর স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, আপীলকারী HLSe cxQ¢lœ, hý ¢hh¡¢qa, e¡l£ ®m¡i£ J p¿¡p£ fË¢al ®m¡Lz 8 ew p¡r£ স্থানীয় চেয়ারম্যান। বাদী পক্ষের কোন আত্মীয় নহেন, তিনি একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি, উপরোক্ত স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্থানীয় চেয়ারম্যান হিসাবে যMe ¢aনে নিজেই আপীলকারীকে আটক করিয়া পুলিশে হস্তান্তর করেন তখন বুঝিতে হইবে অবস্থাগত

পরিবেশ তথা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আপীলকারীর প্রতিকূলে। মানুষ মিথ্যা বলিতে পারে কিন্তু অবস্থাগত সাক্ষ্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। বর্ণিত ঘটনার আলোকে আমাদের নিকট ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অবস্থাগত সাক্ষ্যের pa£r a£l আপীলকারীর দিকেই f¢Ëä গতিতে d¡¢ha quz কেননা ভিকটিম আপীলকারীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনিয়াছেন a¡q¡তে i¢hoÉতে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে পারে, এমনকি তাহার সাংসারিক শান্তি ভঙ্গসহ স্বামীর সঙ্গে সন্দেহের সম্পর্কের জন্ম দিতে পারে, এমনকি তাহার সংসার ভঙ্গিয়া যাইতে পারে! সেই আশংকা অন্তরে ¢eu¡J তিনি সাক্ষীদের সামনে ঘটনার যে বর্ণনা দিয়াছেন জবানবন্দীকালে তাহার সামাeÉaj বিচ্যুতি হয় নাই। সর্বাবস্থায় তাহার অবস্থানে অটুট রহিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে চাক্ষুস সাক্ষ্য AhÙ¡Na p¡rÉl চেয়েও গুরুত্ব বেশী বহন করে। এই ক্ষেত্রে ৫৫ ডিএলআর ১১৬, রাষ্ট্র বনাম মোসলেম মামলার নজির প্রণিধানযোগ্য; যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে;-

> "Circumstantial evidence may be and freequently is more cogent is that the evidence of eye-witnesses. It is not difficult to produce false evidence of eye-witnesses. It is on the other hand, extremly difficult to produce circumstantial evidence of a convincting character and therefore, circumstancial evidence if convincting is more cogent than the evidence of eye-witnesses."

আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য ঘটনার ৬ দিন পর এজাহার দায়ের করা হইয়াছে। এই বিলম্বের সুবিধা আপীলকারী পাইবেন। মামলার ঘটনা দেখা k¡u 29-9-2001 a¡¢lM l¡a 2|00 O¢VL¡l pjuz OVe¡l fl ¢iL¢Vj ‘¡e q¡l¡

ছিলেন। তাহার জ্ঞান ফেরে হাসপাতালে ৫-10-২০০১ ইং তারিখে 3 OেVL¡uz aMe তিনি সাক্ষীদের সামনে ঘটনা বলিলে তাহার স্বামী 1 ew p¡r£ 05-10-2001 Cw তারিখেই এজাহার দায়ের করেন, ®k ¢hmð MhC ü¡i¡¢hL J A¢eu¢¿a Hhw a¡q¡ খন্ডনের Se£ কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না। যেখানে এজাহারেই তাহা বর্ণিa আছে। তবে এই বিলম্বের কারণে ভিকটিমের কোন সুবিধা হইয়াছে মর্মে কোন তথ্য পাওয়া k¡u e¡Cz

HCl¡f বিলম্বের কারণে যদি ¢i L¢Vj/HS¡q¡l L¡l£ পক্ষের কোন সুবিধা না qয় সেক্ষেত্রে বিলম্বজনিত কারণে আসামী বা আপীলকারী কোন সুবিধা পাইতে পারেনা। এমনকি যদি তাহাদের মধ্যে শত্রুতাও বিদ্যমান থাকে। এক্ষেত্রে Mohammad Gul Vs.The State 1970 S.C.M.R. 797 j¡jm¡u Nq£a ¢pÜ¡¿ এখানে নজীর হিসাবে বিবেচনায় নেওয়া যাইতে পারে। যেখানে ¢pÜ¡¿ qu ®k,-

> "The prosecution has gained over nothing by this delay-there is no previous document of enmity between the parties. The delay remained unexplained could be attached to such delay."

আপীলকারীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জোরালোভাবে নিবেদন করেন যে, সকল সাক্ষী পক্ষপাতমূলক সাক্ষী। তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া আপীলকারীকে সাজা ®cJu¡ h¡ ®c¡o£p¡hÉÙ Ll¡ ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। কিন্তু একথা আইন সঙ্গত নহে. ®k, f r f¡ajmL, Ba£ua¡ h¡ nœ¦a¡ ¢hcÉj¡ন থাকিলেই তাহাদের সাক্ষীর উপর

নির্ভর করিয়া আসামীকে সাজা দেওয়া যাইবে না। এ বিষয়ে বিজ্ঞ ডেপুটি এÉ¡V¢Z জেনারেল এর 1 BLD (AD) 200 Hl সিদ্ধান্ত সহ আমাদের সর্বোচ্চ আদ¡লতের i¢l i¢l নজির রহিয়াছে। k¡q¡ 13 BLC(AD) 1, 9 BLC (AD) 122, 5 BLC (AD) 41, 58 DLR (AD) 73 ®kখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> ″That if the evidence of the witness is believable and if there is no reason to disbelieve his evidence then only on the ground of relationship or enimity, evdience of such a witness can not be discarded and conviction may be given relying on the evidence of such a witness.″

তবে f r f¡ajmL/Interested সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মূল্যায়®el বিষয়ে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের 49 DLR(AD) 154, j¡jm¡u e¢Sl এখানে kb¡¢Qa J বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য; যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> ″A witness for the prosecution does not become partisan per se nor an eye-witness can be disregarded merely because he has come to support the prosecution party. It was necessary to consider the whole evidence and them to assess the worth of the witnesses as a whole”

আপীলকারী পক্ষেl ¢h‘ BCeS£h£l hJ²hÉ Aek¡u£ pLm p¡r£ f r f¡ajmL p¡r£ HC hJ²hÉ J সঠিক নহে। এখানে ৪ ও ৮নং সাক্ষী নিরপেক্ষ p¡r£z 8 ew p¡r£ Ù¡e£u ®Qu¡l j¡Él¡ন হিসাবে তাহার সাক্ষÉ MhC ...laÅZ J Abhqz

ইহাছাড়া ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের 134 d¡l¡u মামলা/ঘটনা প্রমানের জন্য কোন ¢e¢cø pwMÉL p¡r£l কথা উল্লেখ নাই। এজাহারে বZa OVনার সঙ্গে ভিকটিমের সাক্ষ্য, ভিকটিমের জখম সম্পর্কে ১০ নং সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং তাহার প্রদত্ত সনদ পত্রের মিল রহিয়াছে এবং ৮নং সাক্ষী স্থানীয় চেয়ারম্যান হিসাবে গুl¦aÅZ hÉ¢J², ¢a¢e ¢iL¢Vj 2ew p¡r£l নিকট শুনা ঘটনা হুবহু সমর্থন করিয়া ট্রাইব্যুনালে p¡rÉ fÊc¡e করিয়াছেনz সেখানে ঘটনা/j¡jm¡ fÊj¡ণেl SeÉ AeÉ ®L¡e p¡r£l p¡rÉ jmÉ¡ue Ll¡l BhnÉLa¡l অবকাশ থাকে না। ¢iL¢Vj 2ew p¡r£, 8ew p¡r£ Øq¡e£u চেয়ারম্যান ও ১০নং সাক্ষী ডাক্তার সাহেব HC ¢ae Se p¡r£l p¡rÉ jmÉ¡ue L¢lu¡ আপীলকারীকে k¢c p¡S¡ ®cJu¡ qCতে তাহা হইলেও ন্যায় বিচারের পরিপন্থী qCa hm¡ k¡Ca e¡z ®Lee¡ ®k ®L¡e pwMÉL p¡r£ Hje ¢L 1 Se p¡r£l p¡rÉ à¡l¡ OVe¡l fÊj¡Z পাওয়া সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে আসামীকে সাজা প্রদান করা বে-BCe£ হইবেনা। এক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের Yousuf Sheikh Vs. Appellate Tribunal 29 DLR(SC) 211 j¡jm¡l e¢Sl¢V প্রণিধানযোগ্য। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে;-

> "The evidence Act provides that no particular number of witnesses should in any case be required for the proof of any fact. The consensus of judicial opinion is that believed, conviction can be based on the solitary evidence of a witness, of course, if the veracity of the witness is not tainted in any manner. High Court declined to interfere where the Special Tribunal as well as the Appellate Tribunal

felt satisfied and relied upon one witness to pass sentence of conviction."

আপীলকারীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন কালে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে জমি-Sj¡l j¡jm¡-®j¡LŸj¡l কথা উল্লেখ ক¢lu¡ছেন। নথিতে র¢ra L¢ba মোকদ্দমার fËa দৃষ্টি আকর্ষন করিলে আপীলকারীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী স্বীকার করেন যে, উক্ত মামলার সঙ্গে অত্র মামলার পক্ষদের কোন সÇfL ®cM¡ k¡u e¡z সেই ক্ষেত্রে মামলা জনিত কারনে কোন শত্রুতা ছিল এ অভিযোগ গ্রহনযোগ্য নয়।

p¡¢hL বিবেচনায় একটি জিনিস আমাদের দৃষ্টিগোচর হCu¡ছে যে, ট্রাইবুনালে সরকার পক্ষের ¢h' আইনজীবী মামলাটি খুব অনীহার সঙ্গে পরিচালনা L¢lu¡ছেন। মূল নথি পত্রে, সেC pLm jmÉj¡e L¡NSfœ ¢Rm k¡q¡ j¡jm¡l OVe¡ Bfe¡ Bf¢eC fËe L¢la ®p pLm c¢mm fত্র আদালতের সম্মুখে উপস্থাপন করেন নাই এবং প্রদneÉ হিসাবেও চিহ্নিত করেন নাই। এই ধরণের অনীহা ও অবহেলা রাষ্ট্রপক্ষের মামলা প্রমানের ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধসহ বিচার প্রার্থীদের মনে সন্দেহের উদ্রেক p¢ø করে। যাহাতে বিচার বিভাগের ভাব- j¢a চরমভাবে ক্ষুন্ন করে। এখানে উল্লেখ্য ®k, ¢iL¢Vj ®j¡sলগঞ্জ সদর হাসপাতালে ৫ দিন, সেখান থেকে ইসলামী hÉ¡wL q¡pf¡a¡m, Mme¡u 06-10-2001 Cw হইতে ৩০-10-2001Cw fk¿ ¢Q¢Lvp¡dÉe ছিলেন। cp সকল দলিল পত্রের মূলকপি, ভিকটিমের আঘাতের জখম সম্বলিত হাসপাতালে থাকার সময় L¡l R¢h CaÉ¡¢c ট্রাইবুনালের নথিতে সংরক্ষিত রহিয়াছে কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষের j¡jm¡ f¢lQ¡me¡L¡lÉ ¢h' BCeS¢hÉ ®pC pLm ...l²aÆZ ¢houpjq ট্রাইবুনালের নজরে না আনিয়া বিচার প্রার্থীর fËa অন্যায় আচরণ করিয়াছেন

Hhw k¡q¡ a¡q¡l পেশাগত দায়িতেÅ চরম অবহেলা, যাহা কোনভাবে কাম্য হইতে পারেনা।

আপীল কারীপক্ষের বিজ্ঞ আইeS£h£l HL¢V hJ²hÉ k¡q¡ Mবই বিস্ময়cul hÉ¡f¡l, একই সঙ্গে তাহা ঘটনা প্রমাণের সহায়কও বটে, ®kje ¢a¢e শুনানীকালে যুক্তি ®cM¡e ®k,ভিকটিমের শরীরের জখম অনুযায়ী j¡jm¡¢V cä ¢h¢dl 326 d¡l¡u qJu¡ E¢Qa ¢Rmz ¢L¿ এক্ষেত্রে ভিকটিমের শরীরে যে ধরনেl আঘাতের ফলে জখমের চিহ্ন রহিয়াছে, যাহা ভিকটিমের বZনা মতে J pাক্ষ্য মতে তাq¡l fÊä ®k BQlZ Ll¡ হইয়াছে যেন স্তনে কামড়pq AeÉ¡eÉ Øq¡নে জখম এবং শাড়ি খুলিয়া ফেলা Hhw তাহাকে সাক্ষীগন বিবÙ AhØq¡ দেখিতে পাওয়া A¢dL¿¹®k SMj ডাক্তারী সনদ পত্রে pjbন করে, a¡q¡ cäবিধির ৩২৬ ধারায় পড়েনা, এই ধরণের আচরণ J SMj ®k±e পীড়নের পর্যায়ে পড়ে বিধায় Afl¡d¢V নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১০(১) d¡l¡l BJa¡iJ², a¡C বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য আমরা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাটি এখানে বর্ণিত করিলাম ।

> "d¡l¡-10z ®k±e-পীড়ন, ইত্যাদির দন্ডঃ (১) কোন পুরুষ অবৈধভাবে তার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা hØJ à¡l¡ ®L¡e e¡l£ h¡ ¢nöl ®k±e অঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করে তা হলে তার এ কাজ হবে যৌন পীড়ন এবং তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক দশ বছর কিন্তু অন্যুন তিন বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবে।"

আইনের এই ধারার সঙ্গে ভিকটিমের উপর উল্লেখিত আচরZC fÐ¡n f¡u Afl¡d¢V দন্ডবিধির ৩২৬ ধারার নয় বরং আইনের ১০(১) ধারায়C kb¡b আপীলকারীর পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য বিবেচনার যোগ্য নয়।

এজাহারে ঘটনার যে বZ©না দেওয়া হইয়াছে ২নং সাক্ষী ভিকটিম হিসাবে ýhý HS¡q¡l pjbe L¢lu¡ p¡rÉ দিয়াছেন এবং অন্যান্য সকল সাক্ষী ভিকটিমের ¢eLV OVe¡ ö¢eu¡ ছিলেন মর্মে ভিকটিমের সাক্ষ্য pjbe L¢lu¡ p¡rÉ fËc¡e করিয়াছেন, তবে এজাহারে ভিকটিjকে লাঠি দিয়া পিটানোর কথা আছে এবং ভিকটিম সহ সকল সাক্ষী বলিয়াছেন দরজার ডাসা দিয়া পিটাইয়াছেন; অধিকাংশ সাক্ষী বলেন 05/10/2001Cw a¡রিখে ভিকটিমের জ্ঞান ফেরে কিন্তু ভিকটিম বলেন 02/10/2001Cw a¡হার হুশ ফেরে। ইহা ছাড়া ঘটনাস্হলে আপীলকারী জুতা রাখিয়া গিয়াছিলেন একথা যেমন এজাহারে উল্লেখ নাই তেমন এজাহারকারী 1ew p¡r£ Hhw ভিকটিম ২নং সাক্ষীও সেই মর্মে কোন সাক্ষ্য দেন নাই, তবে 2Se p¡r£ j¡œ বলেছেন আসামী তাহার জুতা রাখিয়া গিয়াছিলেন। সমগ্র মামলার সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মধ্যে fl©fl HC p¡j¡eÉaj ®hp¡cnÉ Bj¡l¡ M¤Su¡ f¡Cz তবে বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে Bf£mL¡l£র পক্ষ হইতে সাক্ষ্য আইনের 145 d¡l¡l ¢hd¡e Aek¡u£ সাক্ষীদের c¢ØV BLoZ Ll¡ qu e¡C, ¢hধায় আপীলকারীর বর্তমানে কিছু বলার সুযোগ নাই; HC ক্ষেত্রের সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ সালের ১৪৫ d¡l¡l ¢houhÙ h¢Za qইল যাহাতে AhÙ¡ অনুধাবন করিতে সহজ হয়z

"Cross-Examination as to previous statement in written. A witness may be cross- examined as to

previous statements made by him in writing or reduced in to writing and relevant to matters in question, without such writing being shown to him, or being proved; but if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, berfore the writing can be proved, he called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradictory him."

AaHh, সার্বিক আলোচনা, পর্যালোচনা, উপরোক্ত নজিরগুলির সিদ্ধান্ত, ট্রাইব্যুনালের রায়, আপীলকারীর আপীলের আবেদনপত্র; উভয় পক্ষের বিজ্ঞ BCeS£h£®cl hš²hÉ J j¡jm¡l AeÉ¡eÉ abÉ-Ef¡š, EfLlZ J Ef¡c¡e,p¡rÉ¡¢c ইত্যাদি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে paLa¡l p¢qa ¢hQ¡l-বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও বিবেচনা Llax ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত তর্কিত দন্ডাদেশ ও সাজা l¡u £দানে আমাদের নিকট ®L¡e H²¢V-¢hQÉ¢a, im ï¡¢¿, ¢Lwh¡ ®h-BCe£ ®L¡e ApwN¢a f¢lm¢ra qu e¡C; যাহাতে a¢La l¡u হস্তক্ষেপ করার মত কোন অবকাশ থাকেz তবে ভিকটিম ¢kখানে 1(HL) মাসের মত হাসপাতালে ছিলেন, সেখানে মাত্র ১০,০০০/-(cn q¡S¡l V¡L¡ অর্থদন্ড খুবই অপর্যাপ্ত বলিয়া আমাদের নিকট মনে হয়, এই সকল ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে V£Eh£নালের Ni£l j¢e¡যোগ উচ্চ আদালত আশা করেez Hja¡hÙ¡u, তর্কিত রায়ে হস্তক্ষেপ করা l মত ন্যূনতম হেতুবাদ না থাকার কারণে আমরা একমত যে, Bf£mL¡l£l Bf£m¢V e¡-j”l qJu¡ BCe pwNa Hhw a¡q¡ই ন্যায় বিচারের f¢lflLz

AaHh,

gm¡gm,

উপরোক্ত অবস্থা, ঘটনা পর্যলোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে B f£m¢V e¡-j ”l Ll¡ qCmz 15-10-2003 ইং তারিখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ VÊ¡Ch¤e¡m, বাগেরহাট LaL e¡l£J ¢nö ¢ek¡ae j¡jm¡ ew-146/2001, k¡q¡l ¢S,B l ew-182/2001, k¡q¡ ®j¡smN” b¡e¡l j¡jm¡ ew-7 a¡¢lM 05-10-2001, d¡l¡ 10(1) e¡l£ J ¢nö ¢ek¡ae cje BCe 2000, তাহাতে প্রদত্ত দন্ডাদেশ ও p¡S¡l রায় বহাল রাখা হইল। সেই সঙ্গে দন্ডিত-B f£mL¡l£ ®j¡x cm¡m ®nM Hl S¡¢je আদেশ বাতিল করা হইল। তাহার জামিনের মুচলেকা Hhw Abcä Øq¡¢Na আদেশ fË¡q¡l Ll¡ qCmz c¢ä-আপীলকারীকে Aœ আদেশ প্রকাশের ৩০ দিবসের মধ্যে সাজার অবশিষ্ট সময় ভোগ করার জন্য ট্রাইব্যুনালে আত্মpjfZ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল। যদি স্বেচ্ছায় তিনি ট্রাইব্যুনালে Bapj fZ e¡ করেন, তবে ট্রাইব্যুনাল তাহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী পূবL BVL L¢lu¡ কারাগারে প্রেরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

নথি রায়ের কপিসহ সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে অতিসত্ত্বর প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া qCmzঅর্থদন্ডের টাকা ট্রাইব্যুনালের রায় অনুযায়ী আদায় fhL ¢iL¢Vj 2ew p¡r£ রওশান আরাকে অতিসত্ত্বর প্রদান করিতে নির্দেশ দেওয়া হইল।

wePvicwZ আফজাল হোসেন আহমেদt

Awg GKgZ|